যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা ক্যাডারের সাম্প্রতিক পদোন্নতি নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড ঘটে গেছে। যেদিন রাত দশটায় শেষ হয় পদোন্নতি সভা, সেদিনই বিকাল ৫টায় পদোন্নতিপ্রাপ্তরা নিজ নিজ কলেজে কাজে যোগদান করেছেন। কিন্তু পদোন্নতির সরকারি প্রজ্ঞাপন আবার জারি হয় দু'দিন পর। তারও একদিন পর প্রকাশিত হয় পদোন্নতিপ্রাপ্তদের তালিকা। এখানেই শেষ নয়, দুটি ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৬৮০ জনকে পদোন্নতি দেয়া হলেও আরও ৬ শতাধিক কর্মকর্তাকে বঞ্চিত করার অভিযোগ

কাণ্ড : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

- পদোন্নতির সিদ্ধান্তের আগেই যোগদান
- বঞ্চিত হয়েছে ৬ শতাধিক
- কাল ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হচ্ছে
- ঢাকায় বঞ্চিতদের সভা

কাণ্ড : তুঘলকি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উঠেছে। অথচ এই বঞ্চিতরা পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে তাদের দাবি। এ অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিবকে উকিল নোটিশ দিয়েছেন বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা। শুক্রবার বিকালে সারাদেশের পদোন্নতি-বঞ্চিত শিক্ষকরা রাজধানীতে জরুরি সভায় মিলিত হয়েছেন। সভা থেকে অনতিবিলম্বে বঞ্চিতদের পদোন্নতির দাবি করে বলা হয়, বিগত ৩৮ বছরে দেশে ক্যাডার সার্ভিসের চাকরিতে এ ধরনের নজির এই প্রথম সৃষ্টি হলো।

প্রায় তিন বছর পর ১৩ মে পদোন্নতি কমিটির দীর্ঘ ৫ ঘণ্টার বৈঠকে ১ হাজার ৬৮০ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বিকাল ৫টায় শুরু হয়ে রাত ১০টায় শেষ হয় ওই সভা। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে ১ হাজার ১৩৭ জন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক ও ৫৪৩ জন সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন। মূলত বিগত দিনের (১৯৯১ এবং ২০০৬ সালের) সরকারি দুটি প্রজ্ঞাপনের সূত্র ধরে পদোন্নতির দাবিদার শিক্ষকদের দুটি গ্রুপের মামলা-পাল্টা মামলা এবং আদালতের স্থিতাবস্থার কারণে প্রায় তিন বছর ঝুলে ছিল পদোন্নতি প্রক্রিয়া। ১৩ মে রাতে এবং ১৫ মে সন্ধ্যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, আদালতে মামলাটি এক মাসের জন্য স্থগিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সলিসিটর বিভাগের পরামর্শ নিয়ে মামলাকারীদের (১৪ জন) পদ সংরক্ষিত রেখে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আরও একটি মামলা রয়েছে। মামলার কারণে সবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি।

তবে শিক্ষকদের আরেকটি অংশ দাবি করছে, পদোন্নতির ঘটনায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য হয়েছে। এ কারণে তারা পদোন্নতি সভার সভাপতি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিবকে আদালত অবমাননার মামলার নোটিশ দিয়েছেন। বঞ্চিতদের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আফতাব হোসাইন শুক্রবার বিকালে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, আদালতের আদেশ সলিসিটরকেও মানতে হয়। শুধু নিষেধাজ্ঞা ছিল না, মামলার পরবর্তী তারিখও (২৫ মে) নির্ধারিত আছে। এ অবস্থায় রাতারাতি পদোন্নতি আর যোগদানের নাটক মঞ্চস্থ করা যায় না। তিনি বলেন, রোববার মামলা দায়ের করা হবে। আদালতই বলবে অবমাননা হয়েছে কিনা।

শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমানে প্রায় ১৩ হাজার কর্মকর্তা আছেন। তারা চার ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। এগুলো হচ্ছে— আত্তীকৃত (বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের মাধ্যমে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ), ১০ ভাগ কোটা (রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়োগ), পিএসসির নিয়োগ (বিসিএস ছাড়া সরাসরি) এবং বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তরা। এই চারভাবে নিয়োগপ্রাপ্তরা কারা কাদের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এ দ্বন্দ্ব লেগে আছে বহুদিন ধরে।

যোগদান নিয়ে ঘাপলা

শুধু পদোন্নতিই নয়, পদোন্নতির পর যোগদান প্রক্রিয়া নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, বিএম কলেজ, ঝিনাইদহ কেসি কলেজসহ দেশের বিভিন্ন কলেজ থেকে জানা যায়, ১৫ মে বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তালিকা চূড়ান্তের পর সারাদেশে শুরু হয় যোগদান প্রক্রিয়া। মন্ত্রণালয়ের মৌখিক আদেশে অধ্যক্ষরা অফিসে বসে থাকেন। সূত্র জানায়, ১৫ মে মধ্যরাত পর্যন্ত অনেকে কাজে যোগদান করেন। পরদিন শুক্রবার ছুটির দিনেও অনেকে যোগদান করেছেন। তবে সবারই যোগদানের তারিখ ১৩ মে। এক্ষেত্রে ১৩ এবং ১৪ মে সংশ্লিষ্ট কলেজের স্মারক নম্বর কাটাকাটি এমনকি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে। কোন কোন কলেজে অধ্যক্ষরা ব্যাকডেটে (আগের তারিখে) যোগদান নিতে অস্বীকার করায় মন্ত্রণালয় থেকে ধমকানোরও অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশ না করে কয়েকজন অধ্যক্ষ। ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ড. আবদুল মতিনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে ১৫ মে বিকালে পদোন্নতিপ্রাপ্তদের যোগদানের কথা স্বীকার করেন। তবে মন্ত্রণালয় থেকে ধমকানোর অভিযোগ অস্বীকার করেন। নাম প্রকাশ না করে কুমিল্লা অঞ্চলের আরেকটি কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, সারাদেশের কলেজের অধ্যক্ষরা যা করেছেন তিনি তাই করেছেন। ব্যাকডেটে যোগদান করানোর কারণে আগের স্মারকের সঙ্গে 'ক', 'খ' ইত্যাদি লিখতে হয়েছে। বরিশাল বিএম কলেজের অধ্যক্ষ ড. সিরাজউদ্দিন জানান, ১৫ মে তিনি ১০ জন সহকারী ও ৭ জন সহযোগী অধ্যাপককে যোগদান করিয়েছেন। তবে সবার যোগদানের তারিখ ১৩ মে। মন্ত্রণালয় থেকে একই তারিখের স্মারক দেয়া হয়েছে। ঝিনাইদহ কেসি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল জলিল খান বলেন, কবে যোগদান করিয়েছি মনে নেই, তবে স্মারক নম্বর কাটাকাটি করতে হয়নি। অনেকেই এ পদোন্নতির কারণে বঞ্চিত হয়েছেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরা আক্তার বলেন, ১৫ মে বিকাল সাড়ে ৪টায় তার কলেজের সবাই যোগদান করেছেন। এর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।

বঞ্চিতদের সভা

বিসিএস ক্যাডারদের বর্তমানে দুটি সমিতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন এবং বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশনের ডাকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঞ্চিতদের সভা থেকে পদোন্নতি ও যোগদানের গোটার বিষয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে।